সমকাল

তারিখ 30 JAN 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

অভিভাবকদের অভিযোগ

অকৃতকার্যদের স্কুলে রাখছে না ভিকারুননিসা

■ সাব্বির নেওয়াজ

রাজধানীর অন্যতম বিদ্যাপীঠ 'ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে' বার্ষিক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের একই ক্লাসে ভর্তি নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন অভিভাবকরা। তারা বলেন, গত বছর পাঠ গ্রহণকারী ছাত্রীদের মধ্যে যারা মাত্র এক বিষয়েও ফেল করেছে, তাদের এবার ওপরের ক্লাসে প্রমোশন দেওয়া হয়নি। আবার আগের ক্লাসেও ভর্তি নেওয়া হয়নি। এক মাস ধরে এমন অবস্থায় ঝুলে রয়েছে তাদের শিক্ষাজীবন। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে তারা। অভিভাবকদের অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে স্কুলে গেলে একজন সহকারী প্রধান শিক্ষক দারোয়ান ডেকে তাদের স্কুল থেকে বের করে দিয়েছেন। অসৌজন্যতার অভিযোগে তারা ওই সহকারী প্রধান শিক্ষকের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। তবে স্কুলের অধ্যক্ষ সুফিয়া খাতুন জানিয়েছেন, তার সহকর্মী সম্পর্কে আনা অভিযোগ ঠিক নয়। তিনি বলেন, 'নবম শ্রেণিতে এবার প্রায় অর্ধশত ছাত্রী অকৃতকার্য হয়েছে। এ অবস্থায় আমরা আবারও পরীক্ষা নিচ্ছি। অন্য শ্রেণিগুলোতে ফেলের হার কম। তাদের ফল পর্যালোচনা করে দেখা হবে এবং ভিকারুননিসার নিয়ম অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

এ ব্যাপারে অভিভাবক সোনিয়া সোহেলী সমকালকে জানান, তার মেয়ে নবম শ্রেণিতে বার্ষিক পরীক্ষার সময় অসুস্থ ছিল। ফলে একটি বিষয়ের পরীক্ষায় সে পাস করতে পারেনি। ওপরের ক্লাসে তার প্রমোশন হয়নি। এমনকি তিনি বিদ্যালয়ে যোগাযোগ করার পরও ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে তার মেয়েকে নতুন করে নবম শ্রেণিতেও ভর্তি করা হয়নি। অভিভাবক রশিদুল আলম জানান, শিক্ষাবর্ষের প্রথম মাস শেষ হতে ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

অকৃতকার্যদের স্কুলে রাখছে না

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

চলেছে। অথচ এখনও সন্তানকে ভর্তি করাতে পারেননি। এ নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থাকলেও প্রতিকারের উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। বেইলি রোডে ভিকারুননিসা নূন স্কুলের প্রধান শাখায় গিয়ে বেশ কয়েকজন অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলে এ চিত্র মিলেছে। তাদের অভিযোগ, তাদের অনেকের সন্তানই এ প্রতিষ্ঠানে প্রথম শ্রেণি থেকে পড়ছে। আগের পরীক্ষাগুলোতে ফল সন্তোষজনক হলেও যে কোনো কারণেই হোক, এবার কিছুটা খারাপ হয়েছে। অথচ তারা এ সমস্যার সমাধান খুঁজে পাচ্ছেন না। অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের নিয়ে তারা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য বিদ্যালয়ে গিয়েও কোনো শিক্ষকের সাক্ষাৎ মিলছে না। শিক্ষকদের 'সামন্ত মনোভাব' সম্পর্কে অভিযোগ তুলে কয়েকজন অভিভাবক আক্ষেপের স্বরে বলেন, 'দেশসেরা বিদ্যাপীঠ হওয়ার কারণে এখানকার শিক্ষকদের মধ্যে অহংবোধ জেঁকে বসেছে। তাই এ প্রতিষ্ঠানে সন্তান ভর্তি করানো যত না কষ্টের, তারও বেশি কষ্ট কোনো শিক্ষকের সাক্ষাৎ পাওয়া। কোনো কোনো শিক্ষকের বিরুদ্ধে রয়েছে অসৌজন্যমূলক আচরণের অভিযোগ। এমনকি শিক্ষার্থীর সমস্যা নিয়ে কথা বলারও সুযোগ নেই তাদের!

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন অভিভাবক জানান, বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর অনেকে তাদের সন্তানের পড়ার মান নিয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ করতে যান। কিন্তু শ্রেণিশিক্ষক, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক কিংবা প্রধান শিক্ষক কারও দেখা পাননি তারা। এমনকি ফটকও খোলা হয়নি। ফটকের দারোয়ানের সাফ জবাব, 'সহকারী প্রধান শিক্ষকের নির্দেশ রয়েছে, খোলা যাবে না।' কেউ কৌশলে ভেতরে গিয়ে শিক্ষকের দর্শন পেলেও অসৌজন্যমূলক আচরণ করে তাকে বিদায় দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো অভিভাবকের উপস্থিতিতে দারোয়ান-পিয়ন ডেকে এনে 'কীভাবে তিনি ভেতরে এলেন' জানতে চেয়ে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। এদিকে, বিদ্যালয়ের টেলিফোনটিও (নং ৫৮-৩১০৫০০) দীর্ঘদিন ধরে অচল।

শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের সবচেয়ে বেশি অভিযোগ সহকারী প্রধান শিক্ষক জিনাত আক্তারের বিরুদ্ধে। এক মাসের বেশি সময় ধরে তিনি নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসেন না। এলেও খানিকক্ষণ থেকে চলে যান। অনুসন্ধানে জানা গেছে, মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ায় স্কুলে আসার ক্ষেত্রে তিনি অনিয়মিত হয়ে পড়েছেন। এর প্রভাব পড়ছে প্রাতিষ্ঠানিক কাজেও। কারণ, মেয়ের পাশে থাকতে হচ্ছে তাকে। এ জন্য শিক্ষার্থী-অভিভাবকদেরও দুর্ভোগের অন্ত নেই। শিক্ষাবর্ষ শুরুর প্রথম দিকে ভর্তিসহ নানা আনুষ্ঠানিকতা থাকে। কিন্তু তিনি গরহাজির থাকায় সবাইকে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।

এদিকে, স্কুল পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণির একাধিক শিক্ষার্থীর ফল পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, প্রায় সব বিষয়ে ফল 'এ' অথবা 'এ মাইনাস' গ্রেডের হলেও কেউ কেউ কোনো একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে। কিন্তু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করছে না। এ বিষয়ে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে অনেক আবেদন, এমনকি 'ভবিষ্যতে সন্তানের বিষয়ে আরও যত্নশীল হওয়ার অঙ্গীকারনামা' দিলেও কর্তৃপক্ষের মন গলছে না।

ফল পর্যালোচনা করা হচ্ছে : এ বিষয়ে জানতে চাইলে ভিকারুননিসা নূন স্কুলের অধ্যক্ষ সুফিয়া খাতুন সমকালকে বলেন, 'নবম শ্রেণি ছাড়া অন্যান্য শ্রেণিতে ফেলের সংখ্যা খুবই কম। আমরা এদের ফল পর্যালোচনা করে দেখব। ভিকারুননিসার নিয়ম অনুসারে, ওপরের ক্লাসে প্রমোশনের জন্য ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষার ফলকে দুই দিয়ে ভাগ দিয়ে গড় করা হয়। এবার কোনো ষাণ্মাসিকে কোনো কারণে খারাপ করলেও বার্ষিক পরীক্ষায় যারা পাস করেছে, তাদের আমরা ওপরের ক্লাসে ভর্তি করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ষাণ্মাসিক পরীক্ষার আগেও অভিভাবকদের সচেতন করা হয়। তবুও অনেকে সন্তানের যত্ন করেন না।' তিনি বলেন, 'নবম শ্রেণিতে প্রায় অর্ধশত ছাত্রী অকৃতকার্য করেছে। আমরা আবারও তাদের পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এর মধ্যে তা শুরুও হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'কোনো অভিভাবকের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ সত্য নয়। সহকারী প্রধান শিক্ষক জিনাত আক্তার সম্পর্কে অভিযোগটিও সঠিক নয়। তবে সন্তান অসুস্থ থাকার বিষয়টি খুব মানবিক।'

এ বিষয়ে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব নাজমুল হক খান সমকালকে বলেন, 'যারা ফেল করেছে, তাদের আগের ক্লাসে ভর্তি না করানোর কোনো কারণ নেই। তবে এক বিষয়ে নয়, যারা দুই-তিন বিষয়ে ফেল করেছে, তাদের প্রমোশন আটকে রাখা হয়েছে। এরই মধ্যে ফেল করা শিক্ষার্থীদের আগের ক্লাসে ভর্তি করানোর জন্য অধ্যক্ষ সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের কাছে চিঠি দিয়েছেন।